দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

মুফতী মনসুরুল হকের প্রতিবাদ

পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট মতে শায়খুল হাদীসের সভাপতিত্বে মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

স্বঘোষিত জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার প্রধান মুফতী মাওলানা মনসুরুল হক বলেছেন, শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া নামে কোন মাদ্রাসা মোহম্মদপুর বা অন্য ৫-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট মতে

১১-এর পৃষ্ঠার পর

কোথাও নেই। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'শাইখুল হাদীসের মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী হামলা প্রতিহত' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করে তিনি উক্ত কথা বলেছেন। প্রতিবাদে তিনি বলেন, তিনি নিজেই উক্ত মূল মাদ্রাসার প্রধান মুফতী। সুতরাং নিজ মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী হামলা চালানোর সংবাদ ভিত্তিহীন। তাছাড়া আল্লামা আজিজুল হককে উক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকতাসহ সকল দায়িত্ব থেকে ২০০০ সালের ১০০ নং অধিবেশনের মাধ্যমে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে বিভিন্ন অনিয়মের কারণে। প্রতিবাদে তিনি বলেন, উত্তরাস্থ মেজবাহ ফাউন্ডেশনের মুখলেসুর রহমানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

মুফতী মনসুরুল হকের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা সংক্রান্ত পিটিশন মামলা নং-১২২০/০৬-এর পুলিশের তদন্ত রিপোর্টের অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো- ২৭-৯-০৬ তারিখের পুলিশের তদন্তে বলা হয়েছে, "প্রথম পক্ষ আবুবকর সিদ্দিক ও দ্বিতীয় পক্ষ মাদ্রাসার কর্মকর্তা-কর্মচারী ক্বারী মোজাফফর হোসাইন, মুফতী মনসুরুল হক গং এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, মোকদ্দমায় উল্লিখিত জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসাটি মোহাম্মদপুর থানাধীন বরাব মৌজাস্থিত ৭২০ নং দাগের ১৬.৪০ শতাংশ জমির ওপর ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। ৫তলা ভবনে পরিচালিত উক্ত মাদ্রাসা শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের পরিচালনায় বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে। গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত এবং ৩ বছর পরপর কমিটি পুনর্গঠনের বিধান থাকলেও ১৯৮৮ সালে হাজী আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে ১০ সদস্যের পরিচালনা কমিটি ৩ বছর পরপর নিয়ম মোতাবেক পুনঃগঠন না করে বছরের পর বছর মাদ্রাসা পরিচালনা করে আসছিল। ২০০১ সালে মৌলভী আবদুল মালেককে আহ্বায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ আহ্বায়ক কমিটি মাদ্রাসার কতিপয় সদস্য ও শিক্ষকদের মনঃপুত না হওয়ায় তারা অন্য একটি কমিটি গঠন করে মূল মাদ্রাসার অনতিদূরে একই নামে অপর একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ভাড়া করা টিনসেড ঘরে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে মূল মাদ্রাসার ২০০১ সালের আহ্বায়ক কমিটি ২০০২ সালে গঠনতান্ত্রিকভাবে ১২ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে মূল মাদ্রাসা পরিচালনা শুরু করেন। উক্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটির সভাপতি হলেন- শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মাওলানা আবদুল মালেক। এরপর শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হকের সভাপতিত্বে অদ্যাবধি মাদ্রাসাটি পরিচালিত হচ্ছে।

তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, মূল মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে টিনসেড ঘরে নির্মিত মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির পক্ষে হাজী ছীন মুহাম্মদ ও হাজী আহমদ ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেন। যা বর্তমানে জেলা জজ দ্বিতীয় আদালতে (ঢাকায়) বিচারাধীন। উক্ত মামলার বাদীপক্ষ দাবী করেছেন মূল মাদ্রাসা তাদের নিয়ন্ত্রণে, সেহেতু তারা মূল প্রতিষ্ঠানটি দখলে নেয়ার পাঁয়তারা করছেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে মামলার বাদী-বিবাদীকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার নিমিত্তে প্রদত্ত নোটিশে বলা হয়, মুফতী মনসুরুল হক গংদের মোতাওয়াল্লী দাবীর প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্তকালে শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক উপস্থিত ছিলেন। তালিকাভুক্তির অপর দরখাস্তকারী আলহাজ্ব আবদুল মালেক বা তার কোন প্রতিনিধি এ সময় উপস্থিত ছিলেন না। জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়া সাত মসজিদ মাদ্রাসা কখনো একক ব্যক্তির নামে বা একক কোন ব্যক্তির জন্য মোতাওয়াল্লী নামক পদ সংরক্ষিত ছিল না বা কেউ এরূপ পদবী ব্যবহার করেননি।

পরবর্তীতে উভয় কমিটি কর্তৃক মোতাওয়াল্লী নিয়োগ এবং ওয়াকফ প্রশাসনে তালিকাভুক্তির বিষয়টি মোকদ্দমা ৪১০/২০০১ নিষ্পত্তির পূর্ব পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। ওয়াকফ সূত্রে তা বলা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টে আরো বলা হয়, মনসুরুল হক গং আইন আদালত কিংবা ওয়াকফ এস্টেটে বৈধভাবে কোন প্রকার সুবিধা করতে না পেরে মাদ্রাসাটি জবর-দখলের জন্য বারবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

সুতরাং একই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এবং মাদ্রাসা দখলের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ হামলার ঘটনা এটাও প্রমাণ করে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বড় ধরনের অঘটনের মাধ্যমে তারা নিরীহ কিছুসংখ্যক ছাত্রকে বলির পাঁঠা বানিয়ে শায়খুল হাদীসের মাদ্রাসা দখলের চক্রান্ত করেছিল।